(দ্বিতীয় পাতার পর)

ডাক্তারের গাফিলতিতে শিশুর মৃত্যু

ক্রিয়া বন্ধ হবার ফলে মৃত্যু। মৃতদেহের কোনরকম ময়নাতদন্ত হয় নি। নিঃসন্দেহে এটি একটি অকাল মৃত্যু। ডাক্তার সিন্‌হা জানান এই মৃত্যুর পিছনে তাঁর কোন রকম ভূমিকাই নেই। ডাক্তার শান্তনু সিন্‌হা মনে করেন রোগীর রক্ত জমাট বেঁধে যাবার ফলে জীবানু সংক্রমন হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়। ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জী যদি ঠিক ঠিক সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতেন তাহলে হয়তো রোগীর এভাবে মৃত্যু বরণ করতে হতো না।

কমিশন এরপর উক্ত হাসপাতালের ওয়ার্ডমাস্টার শ্রযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্যানিগ্রাহীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন, কিন্তু তিনি এই অকালমৃত্যু সম্পর্কে তেমন কিছু তথ্য দিতে পারেন নি। রোগীর মৃত্যু সংবাদ তিনি রোগীর বাবার কাছ থেকে জানতে পারেন। এরপর কমিশন উক্ত ঘটনার দিন কর্তব্যরতী দুইজন সেবিকা যথাক্রমে শ্রীমতি রত্না সেন এবং শ্রীমতি সনকা মন্ডল-কে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহ করেন। উক্ত দিন রাত্রি ৮টা থেকে তাঁদের ডিউটি শুরু হয় এবং তাঁরা লক্ষ্য করেন রোগীর মা রোগীকে দুধ এবং বিস্কটু খাওয়াচ্ছেন। এরপর রোগী প্রচন্ড বমি করতে থাকে এবং শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তখন নার্সদ্বয় রোগীকে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন দিতে থাকেন। তখন তাঁরা ডাক্তারকে ডাকার জন্য একটি কলবুক পাঠান কিন্তু তাতে কোন ডাক্তার আসে নি। তখন তাঁরা আবার কলবুক পাঠান ডাক্তারের জন্য। এবার ডাক্তার আসেন এবং রোগীকে প্রাথমিক পরীক্ষার পর তিনি নার্সদ্বয়কে মৌখিকভাবে দুটি ইনজেক্‌শন যথাক্রমে Deriphyllin1/2 amp এবং Decadron1/2 amp. দিতে বলেন এবং নার্সরা তাঁর কথামতো রোগীকে দুটি ইনজেক্‌শন দেন। রাত ১১টা নাগাদ রোগী অত্যন্ত শ্বাসকষ্টের মধ্যে মারা যায়। মৃত্যুর ঠিক আগে রোগীকে Pyerargon 12.5 mg. ইনজেক্‌শনটি দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এটা পরিস্কার যে মৃত্যুর কারণ উক্ত ডাক্তারের সুপারিশ করা সেইদুটি ইনজেকশন,যার সঙ্গে ডাঃ সিন্‌হার কোনরকম যোগাযোগ নেই। ইনজেকশনের তীব্রতার ফলে রোগীর হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া নষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটে।

সমস্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে রোগী জীবন ভকতের মারা যাবার ঘটনাটি চিকিৎসাশাস্ত্রের অবহেলার একটি চরম নিদর্শনস্বরূপ। ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জী সমস্ত চিকিৎসা জগতের একজন কলঙ্কিত ব্যক্তি। যদিও ডাক্তার মুখার্জী আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার প্রমানস্বরূপ একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেশ করেন কিন্তু CMOH এটিঅস্বীকার করেন। ডাক্তার মুখার্জী উক্ত ঘটনার দিন তাঁর স্ত্রীর পরিচালিত নার্সিংহোমে চিকিৎসার কাজে রত ছিলেন যার জন্য তিনি রোগী জীবন ভকতকে দেখার অবকাশ পান নি, যেটি তার চিকিৎসায় অবহেলার একটি চরম নিদর্শন। যদিও এই তথ্যটি ডাক্তার মুখার্জী সমর্থন করেন না, কিন্তু এর স্বপক্ষে তিনি কোনও সঠিক প্রমানও দিতে পারেনি নি, কারণ তাঁর স্ত্রী কোন শিক্ষানবিস ডাক্তার নন। তিনি যদি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন তাহলে রোগী জীবন ভকতের এভাবে মৃত্যু হতো না। তদন্তে ডাক্তার শান্তনু সিন্‌হার বিরুদ্ধে চিকিৎসায় অবহেলা সংক্রান্ত কোনরকম তথ্য পাওয়া যায় নি, অপরদিকে ওয়ার্ডমাস্টারের বিরুদ্ধেও তেমন কোন অভিযোগ প্রমানিত হয় নি। নার্সদ্বয় তাঁদের কর্তব্য ঠিক ঠিক পালন করেছিলেন, তাসত্ত্বেও রোগীকে বাঁচানো যায় নি, সুতরাং তাদের দিক থেকে কর্তব্যে অবহেলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানবাধিকার কমিশন এঁদেরকে মৃত্যুর দায়ভার থেকে মুক্ত করেন এবং অপরদিকে অভিযুক্ত ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জীর চরম শাস্তি দাবী করেন চিকিৎসায় অবহেলার জন্য। কমিশন সুপারিশ করেন যে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসাবে মৃতের পরিবারবর্গকে যেন দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

(দ্বিতীয় পাতার পর)

পুলিশের গুলিতে আহত গাড়িচালক

হবে ভেবে তাই তিনি গাড়ি থামান নি। কিন্তু যখন লোকটি তার গাড়ির বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন যে তিনি একজন পুলিশ তখন তিনি ধীরে ধীরে গাড়ি থামিয়ে দেন। তিনি কমিশনের নিকট জানিয়েছেন যে তিনি গাড়ি থামানোর পরে পুলিশ তাঁর পায়ে গুলি করেন।

সাব ইন্সপেক্টর তুহিন বিশ্বাস এবং গাড়িচালক নিরূপ সিংহ রায়ের দেওয়া বিবৃতি বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট হয়যে পুলিশ অফিসার গাড়ি থামাতে চেষ্টা করেন কিন্তু চালক গাড়ি থামায় নি এবং পুলিশ অফিসার গাড়ির বাঁদিকে লাফিয়েনেমে পড়ার পরেও চালক গাড়ি চালিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখে। তুহিনবাবুর দাবি এমন অবস্থায় তিনি গুলি চালান, যেখানে গাড়ি চালকের বক্তব্য যে তিনি গাড়ি থামানোর অব্যবহিত পরে পুলিশ অফিসার তাঁর পায়ে গুলি করেন। এমতাবস্থায় প্রকৃত কোন সময়ে সাব ইন্সপেক্টর নিরূপ সিংহ রায়ের পায়ে গুলি চালান তা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ডোমকল থানা মামলা নং ১১৮/৯৯ এখানে আদালতে বিচারাধীন।

ঘটনা হল যে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ফলে গাড়িচালক নিরূপ সিংহ রায় পায়ে গুলি লেগে আহত হন। কমিশন মনে করে যে বিচারাধীন ডোমকল মামলা নং ১১৮/৯৯-এর তথ্যসমূহের সত্যতা নিরূপিত হওয়ার পর নিরূপ সিংহ রায়কে মানবিকতার ভিত্তিতে দশ হাজার টাকার অনুদান দেওয়া যেতে পারে।

শিশু মৃত্যু ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন

গত সেপ্টেম্বর, ২০০২ এর ১ ও ২ তারিখে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতার নারকেলডাঙায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে অস্বাভাবিক হারে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ৩রা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সকল দৈনিক সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। সংবাদপত্রের ঐ সব খবরে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার গাফিলতি ও পরিকাঠামোর অভাবকে শিশুমৃত্যুর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও মৃত শিশুদের আত্মীয়স্বজনও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখায়। খবরের কাগজের এই সব সংবাদ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন স্বতঃপ্রনোদিত ভাবে ঐ দিনেই পঃ বঃ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তার কাছ থেকে শিশু মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে রিপোর্ট তলব করেছে। কিন্তু যথাসময়ে ঐ রিপোর্ট কমিশনের কাছে না পাঠানোয় রাজ্য কমিশন অক্টোবর মাসের ৭ এবং ২৪ তারিখে রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তাকে দুটি স্মারক চিঠি পাঠিয়ে তাঁর রিপোর্ট অবিলম্বে জমা দিতে বলা হয়েছে। ঐ রিপোর্ট ঠিক সময়ে কমিশনের হাতে না আসার জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে অস্বাভাবিক হারে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় কারও কোনও গাফিলতি আছে কিনা তা দেখে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও সুপারিশ কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাতে পারছে না। এছাড়াও কমিশন অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের অপর কোনও হাসপাতালে ঐ ধরণের কোনও শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যাতে হ্রাস করা যায় সে ব্যাপারেও কমিশনের সুচিন্তিত মতামত জানানোর ব্যবস্থা করতে পারছে না।

ইতিমধ্যে গত ১৯ ও ২০ অক্টোবর ২০০২, কলকাতার বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালের শিশু মৃত্যুর ঘটনার মতই, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অল্প সময়ের মধ্যে ১০টি শিশু মৃত্যুর অস্বাভাবিক ঘটনা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের খবর ২২শে অক্টোবরের কয়েকটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারেও ঐ দিনই কমিশন স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে পঃ বঃ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা ও বর্ধমান জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান আধিকারিকের কাছে যথাশীঘ্র রিপোর্ট পাঠানোর জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। ঐ রিপোর্ট হাতে এলে কমিশন তার সুচিন্তিত মতামত রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারবে।

অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি

ভুক্তভোগী বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে লিখিত দরখাস্ত কমিশনে দাখিল করতে পারে।

কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী দপ্তর, আধিকারিক বা কর্মচারী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ কমিশনে গ্রহণ করা হয়।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগ দাখিল করতে ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফী বা খরচ লাগে না।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়
ভবানী ভবন (তৃতীয় তল)
৩১নং বেলভেডিয়ার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭
টেলিফোন নং: ২৪৭৯-৭৭২৭, ২৪৭৯-১৬২৯, ২৪৭৯-১৬৪৭
ফ্যাক্স নং: ০৩৩-২৪৭৯-৯৬৩৩
ই-মেইল : wbhrc@vsnl.net.in

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিচারপতি শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী, সভাপতি, অধ্যাপক (ডঃ) অমিত সেন, সদস্য, শ্রী শঙ্কর কোয়ারী, রেজিষ্টার,
পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের শ্রী রূপায়ন দে, জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক ভবানী ভবন থেকে প্রকাশিত এবং সুসমো এন্টারপ্রাইজ, হাওড়া-২ দ্বারা মুদ্রিত।